সংবাদ

তারিখ 07 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষকের ক্যাডার নন-ক্যাডার বিভাজন

মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ

কলেজ ক্যাম্পাসে নীরবতা, শ্রেণীকক্ষ তালাবদ্ধ, ক্যাম্পাসে এসে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে শিক্ষার্থীরা। কেউ গাছের ছায়ায় বসে হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে। ক্লাস নেই, পরীক্ষা স্থগিত। ওদের চোখে হতাশার ছাপ, এমনিতেই সেশন পিছিয়ে আছে। এভাবে চলতে থাকলে সামনে কী হবে কে জানে! এ হলো গত ২৬ ও ২৭ নভেম্বর দু'দিনের দেশের সরকারি কলেজের চিত্র। সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে সারাদেশে সরকারি কলেজসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন, দফতরে ২৬ ও ২৭ নভেম্বর এবং ৬ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ দিনের পূর্ণ-কর্মবিরতি এবং ২৬ ও ২৭ তারিখের সারাদেশে সরকারি কলেজে সব ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এ আন্দোলনে অংশ নেয় ১৫ হাজার সরকারি কলেজ শিক্ষক ও কর্মকর্তা। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কলেজে ওই দু'দিনের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকে। স্থবির হয়ে পড়ে শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সব কার্যক্রম। ক্লাস চলেনি বাংলাদেশের কোন সরকারি কলেজে। শিক্ষকরা অন্দোলনে বসে আছেন। শিক্ষক নেতারা শিক্ষা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দেন-দরবারে দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছেন। সংগঠনের দাবি, জাতীয়করণ হওয়া কলেজ শিক্ষকদের 'নন-ক্যাডার' মর্যাদা প্রদান এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ। এ ধরনের দাবি এর আগেও সংগঠনটি জানিয়ে এসেছে।

'নো বিসিএস, নো ক্যাডার' স্লোগান নিয়ে আন্দোলনরত সরকারি কলেজ শিক্ষকরা চান, কোনভাবেই জাতীয়করণ হওয়া কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্ত করা যাবে না। বরং তাদের জন্য নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ও চাকরির অন্যান্য শর্তাবলিসহ নতুন বিধিমালা তৈরি করতে হবে। এমনকি তাদের চাকরি ও পদায়ন জাতীয়করণকৃত কলেজেই সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী তাদের চাকরি বদলিযোগ্য হবে না। এছাড়া বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিসিএস ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা, পদোন্নতি, পদায়নসহ কোনরকম সুযোগ-সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। মোট কথা, সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক ব্যতীত সবাইকে ক্যাডারভুক্ত করা থেকে বিরত রাখতে হবে। ২০১০ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী কলেজ জাতীয়করণের পর নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য নতুন বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে এ আন্দোলন বিসিএস ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের। তাদের অভিমত, জাতীয়করণ কলেজের শিক্ষকরা সরাসরি ক্যাডারভুক্ত হলে বিদ্যমান বিসিএস করা শিক্ষকরা জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। মেধাবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

জাতীয়করণসহ ৩৩৫টি সরকারি কলেজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ১৫ হাজার শিক্ষা ক্যাডার সদস্য রয়েছেন। এবার ২৮৩টি কলেজ জাতীয়করণের পরে আরও ১৮ হাজার শিক্ষক ক্যাডারভুক্ত হবেন। এর আগেও এভাবেই কলেজ জাতীয়করণের পর শিক্ষকদের সরাসরি ক্যাডারের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অতীতের এ নিয়ম এবার মানতে চাচ্ছেন না সরকারি কলেজের বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষক সংগঠন। সরকারি কলেজের শিক্ষকরা কর্মবিরতিতে থাকলেও অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী প্রায় ২০০টি বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদেরও এর খেসারত দিতে হচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৫১৬টি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স পাঠদান করা হয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজধানীর আটটি সরকারি কলেজও অনার্স-মাস্টার্স পড়ানো হয়। শিক্ষক আন্দোলনের ফলে এসব কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

দেশের মোট ৪৮৯টি উপজেলার মধ্যে ১৬১টি উপজেলায় সরকারি কলেজ রয়েছে। সরকারি কলেজে না থাকা বাকি ৩২৮টি উপজেলার মধ্যে ৩২১টি উপজেলার একটি করে বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। এভাবে বিগত ৮ বছরে প্রায় ৫০০ কলেজ জাতীয়করণের আওতায় এসেছে। এসব কলেজে কর্মরত সব শিক্ষকই ক্যাডার মর্যাদা পেয়েছেন। ১৯৭৮ সাল থেকেই কলেজ জাতীয়করণ হচ্ছে। তখন থেকেই সরকারি ও জাতীয়করণ করা বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা একই পদমর্যাদা পেয়ে আসছেন। কিন্তু এবারে বিসিএস শিক্ষকরা কেন জাতীয়করণ কলেজের শিক্ষকদের নন-ক্যাডারভুক্ত করতে উঠে-পড়ে অন্দোলনে নামলেন তা বোধগম্য নয়। তাও আবার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বিসিএস পরীক্ষায় শুধু মেধাবীরাই উত্তীর্ণ হয় এ ধারণা পোষণ করে তারা জাতীয়করণ করা কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে নিজেদের একটা পার্থক্য যেভাবেই হোক রাখতেই চান। কিন্তু শিক্ষকতার মতো পেশায় এ ধরনের মনোভাব কতটা গ্রহণযোগ্য? শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি করলে এর প্রভাব কি শিক্ষার্থীদের ওপর গিয়ে পড়বে না? তারা তো একই শিক্ষার্থীকে একইভাবে পড়াবেন। থাকতে পারে দু'ধরনের শিক্ষকের মধ্যে মেধার কিছু পার্থক্য। আর বিসিএস শিক্ষকরাও সবাই যে একই রকম জ্ঞানের অধিকারী তা কি সঠিক? বিসিএস না করা শিক্ষকের মধ্যে এমন মেধাবীরা রয়েছেন যারা বিসিএস ক্যাডারদেরও ছাড়িয়ে যাবেন। মেধা ও জ্ঞানকে কি শুধু একটা পরীক্ষা দিয়ে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়? শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন কোনমতেই শিক্ষার জন্য মঙ্গলজনক নয়। কেননা এই 'ক্যাডার' ও 'নন-ক্যাডার' শব্দ দুটিই শিক্ষকদের মনোজগতে এক দূরত্ব সৃষ্টি করবে যার সরাসরি প্রভাব পড়বে শিক্ষার্থীদের তথা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। বাংলাদেশের বাইরে অনেক জায়গায় দেখেছি, এইসব 'ক্যাডার', 'নন-ক্যাডার'; গেজেটেড', 'নন-গেজেটেড'; 'কর্মকর্তা', 'কর্মচারী'-এ ধরনের বিভাজনের বালাই নেই। কর্মের দক্ষতা দিয়েই সবকিছুর মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। অফিস প্রধান এবং তার গাড়িচালকও মান-মর্যাদার কোন পার্থক্য থাকে না। তারা এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে। অনেক সময় বেতন ও সুবিধা-সুযোগের পার্থক্য থাকে খুবই কম। ফলে সবার সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে কর্মের একটা সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করে।

সরকারি কলেজের বিসিএস ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের বর্তমান কর্মবিরতির কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া যে মারাত্মক বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষক কর্মবিরতির কারণে পিছিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা যা শিক্ষার্থীদের সেশনজটকে আরও বাড়িয়ে দেবে। প্রশাসনিক কাজেরও গতি থেমে আছে যা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের এ ধরনের ক্লাস বর্জন সমর্থনযোগ্য নয়। শিক্ষকদের দাবির যৌক্তিকতা নিয়েও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন রয়েছে। ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকরা যেসব সুবিধা-সুযোগ প্রাপ্ত হন অন্যসব নন-ক্যাডার শিক্ষকরা তা থেকে বঞ্চিত হবেন, এরই বা যৌক্তিকতা কোথায়? একই কলেজে শিক্ষকতা করে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের আরেক শ্রেণীর শিক্ষকের চেয়ে আলাদা চোখে দেখা হবে এটা কি শোভনীয়? শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর সেই মেরুদণ্ডকে সোজা করে রাখতে প্রয়োজন শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। বরং প্রশাসন বা অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা যেসব সুবিধা-সুযোগ পান শিক্ষা ক্যাডারও কর্মরতরা তা পান না। সেসব সুবিধা পাওয়ার জন্য ক্যাডার ও নন-ক্যাডার শিক্ষকদের সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। তবে তা কোনক্রমেই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াকে বিঘ্ন ঘটিয়ে নয়। শিক্ষকরাই যদি কর্মবিরতি বা ধর্মঘট পালন করেন তবে শিক্ষার্থীর কী করবে? তারা তো শিক্ষকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। কারণে অকারণে ক্লাস বর্জন করে বসবে। তখন শিক্ষকদের কী বলার থাকবে? কর্মবিরতি, ধর্মঘট ছাড়াও তো আন্দোলনের অনেক পথ খোলা রয়েছে।

ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের দাবিগুলো মেনে নেয়ার আগে এর যৌক্তিকতা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। বিসিএস ক্যাডার ও জাতীয়করণ করা কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্তির ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটা সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সরকারের প্রচলিত বিধি মোতাবেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণে যে নিয়মনীতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, সেটাই বহাল থাকা উচিত কিনা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামতের ওপর নির্ভর করে কলেজ জাতীয়করণ এবং সব শ্রেণীর শিক্ষকদের পদ মর্যাদার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন শিক্ষার পরিবেশ সহায়ক হবে। কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যদের বঞ্চিত করা হলে এর নেতিবাচক প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর পড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষক শিক্ষকে বৈষম্য, বিভাজন কখনই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অনুকূল হতে পারে না। কোন প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা এসব পুরনো ধ্যান-ধারণাকে কি সমর্থন করে?

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও গল্পকার]
২৯ নভেম্বর ২০১৭